সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৯৩

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ২. সালাতের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা

باب فِي الْمَوَاقِيتِ

আরবী

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " .

- حسن صحيح

বাংলা

৩৯৩। ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাইতুল্লাহর নিকট জিবরীল (আঃ) দু’বার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে তিনি যুহর সালাত আদায় করলেন। তখন (পূর্ব দিকে) জুতার ফিতার সমান ছায়া দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ’আসরের সালাত আদায় করলেন, যখন (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া তার সমান হয়। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করে থাকে। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে ’ইশার সালাত আদায় করলেন, যখন শাফাক্ব (লাল শুভ্র রং) অন্তর্হিত হয় এবং

ফজরের সালাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়।

(দ্বিতীয়বারে) পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন, (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া যখন সমান হলো। তিনি আমাকে নিয়ে 'আসর সালাত আদায় করলেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হয়। তিনি আমাকে নিয়ে 'ইশা সালাত আদায় করলেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফজর সালাত আদায় করলেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর জিবরীল (আঃ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত এবং সালাতের ওয়াক্তসমূহ এই দু' সময়ের মাঝখানেই নিহিত।[1]

হাসান সহীহ।

English

Narrated Abdullah Ibn Abbas:

The Messenger of Allah (ﷺ) said: Gabriel (ﷺ) led me in prayer at the House (i.e. the Ka'bah). He prayed the noon prayer with me when the sun had passed the meridian to the extent of the thong of a sandal; he prayed the afternoon prayer with me when the shadow of everything was as long as itself; he prayed the sunset prayer with me when one who is fasting breaks the fast; he prayed the night prayer with me when the twilight had ended; and he prayed the dawn prayer with me when food and drink become forbidden to one who is keeping the fast.

On the following day he prayed the noon prayer with me when his shadow was as long as himself; he prayed the afternoon prayer with me when his shadow was twice as long as himself; he prayed the sunset prayer at the time when one who is fasting breaks the fast; he prayed the night prayer with me when about the third of the night had passed; and he prayed the dawn prayer with me when there was a fair amount of light.

Then turning to me he said: Muhammad, this is the time observed by the prophets before you, and the time is anywhere between two times.

ফুটনোট

[1] তিরমিযী (অধ্যায়ঃ সালাত, অনুঃ সালাতের ওংয়াক্তসমূহ, হাঃ ১৪৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), আহমাদ (১/৩৩৩), হাকিম (১/১৯৩), ইবনু খুযাইমাহ (১, ১৬৮, হাঃ ৩২৫)।
-

এক নজরে সালাতের ওয়াক্তসমূহ

ফাজরের ওয়াক্তঃ ‘সুবহি সাদিক’ থেকে সূর্যদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ‘গালাস’ বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফাজরের সালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র ‘ইসফার’ বা চারদিকে ফর্সা হওয়ার সময়ে ফাজরের সালাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফাজরের সালাত খুব অন্ধকারে আদায় করাই তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিলো। (সহীহ আবূ দাঊদ) অতএব ফাজরের সালাত ‘গালাস’ বা খুব ভোরের অন্ধকারে আদায় করাই উত্তম।

ইমাম ত্বাহাভী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ি কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক ফাজরের সালাত অন্ধকারে শুরু করা উচিত এবং একটু ফর্সা হলেই শেষ করা উচিত। এটাই ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) প্রমুখের অভিমত। (দেখুন, শারহু মা‘আনিল আসার, ১/৯০)।

যুহরের ওয়াক্তঃ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোনো বস্তুর নিজস্ব ছায়অর একগুণ হলে ওয়াক্ত শেষ হয়। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, মিশকাত) ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ থেকেও সহীহ হাদীসে বর্ণিত এ মতের সমর্থন রয়েছে, দেখুন, হিদায়া ১/৮১)।

আসরের ওয়াক্তঃ কোনো বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিগুণ থেকে শুরু করা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত ‘আসরের সময় (সহীহ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূর্য যখন হলুদ রং হয় এবং শয়তানের দু’ শিংয়ের মাঝখানে এসে যায় তখন মুনাফিকরা সালাত পড়ে (সহীহ মুসলিম)। সুতরাং সূর্যের আভা একটু হলদে রং হয়ে আসার পূর্বেই ‘আসর সালাত আদায় করা উচিত।

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আসরের ওয়াক্তের শুরু হলো এক ছায়া থেকে। ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম যুফার ও অন্য নিজন ইমামের মতও তাই। হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম ত্বাহাভী (রহঃ) বলেন, আমরা এটাই গ্রহণ করি- (দেখুন, ত্বাহাভী ৭৮ পৃষ্ঠা)। শুরারুল আকরে এটাই গৃহীত হয়েছে। জিবরীল (আঃ)-এর বর্ণনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে এটাই হচ্ছে সঠিক ‘নাস’ ও হাদীস। (দেখুন, দুররে মুখতার ১/৫৯)।

ফাতাওয়াহ হাম্মাদিয়াতে আছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের ফাতাওয়াই হানাফীদের ফাতাওয়াহ। অর্থাৎ যুহরের শেষ সময় ও আসরের শুরু হলো এক ছায়া থেকে। মুলতাকাব আবহুরে আছে, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) তাঁর উক্ত দু’ ছাতের এ মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মোল্লা আবিদ সিন্ধী (রহঃ) বলেন, দু’ ছাতের ফাতাওয়াহর প্রতি ইমাম আবূ হানিফার মত পাল্টানোর কথা ফাতওয়াহ শামী, কিতাবুল আনীস এবং আল-জাওয়াহারুল মুনীর শারাহ তানভীরুল আবসার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুন, মাওয়াহিবু লাতীফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৪, যাহরাতু রিয়াযিল আবরার, পৃষ্ঠা ৬৫)।

অতএব সহীহ হাদীস এবং চার ইমাম সহ ইমাম অবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর ছায়ার একগুণ হওয়ার পর থেকে ‘আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু’গুণ হলে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত ‘আসরের সালাত আদায় জায়িয আছে। (দেখুন, নায়ল, ২/৩৪-৩৫)

মাগরিবের ওয়াক্তঃ সূর্য ডোবার পরই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে সূর্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)।

‘ইশার ওয়াক্তঃ ‘ইশার ওয়াক্ত পশ্চিম আকাশের লাল আভা দূর হবার পর থেকে শুরু হয় এবং অর্ধেক রাতে শেষ হয়- (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)। তবে জরূরী কারণ বশতঃ ফাজরের পূর্ব পর্যন্ত ‘ইশার সালাত আদায় করা জায়িয আছে। (সহীহ মুসলিম, আবূ কাতাদাহ থেকে- ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৯)।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়ঃ

সূর্যোদয়, ঠিক দুপুরে- যতক্ষণ না সূর্য একটু ঢলে পড়ে, ও সূর্যাস্তকালে সালাত শুরু করা সিদ্ধ নয়- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। অনুরূপভাবে ‘আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফাজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাতনেই- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। তবে ফাজর ও ‘আসর সালাতের পরে কাযা সালাত আদায় করা জায়িয আছে- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে অনেক বিদ্বান নিষিদ্ধ সময়গুলিতে ‘কারণ বিশিষ্ট’ সালাতসমূহ আদায় করা জায়িয বলেছেন। যেমন- তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল উযু, সূর্য গ্রহণের সালাত, জানাযার সালাত ইত্যাদি- (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২)। জুমু‘আহর সালাত ঠিক দুপুরের সময় জায়িয আছে- (তুহফাতুল আহওয়াযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ)। অমনিভাবে কা‘বা শরীফে সকল সময় সালাত ও তাওয়াফ জায়িয- (নাসায়ী, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)। (সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃঃ ২৯)।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফাজরের এক রাক‘আত পায় সে ফাজরের সালাত পেয়ে গেলো এবং যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে ‘আসরের মাত্র এক রাক‘আত পেলো সে ‘আসরের সালাত পেয়ে গেলো- (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। হাদীসটি প্রমাণ করে, কোনো বৈধ কারণে কেউ যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের এমন সময় সালাত আরম্ভ করে যে, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে সে মাত্র এক রাক‘আত সালাত পড়তে পারবে এবং সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পরে অবশিষ্ট তিন রাক‘আত পড়তে পারবে তার সেই সালাত জায়িয হবে। সুতরাং ওযর থাকলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ও সালাত আদায়ে নিষেধ নেই।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57711

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন